ছোটদের

হজরত আলী

নকীব মাহমুদ

নাশাত

ছোটদের হজরত আলী
নকীব মাহমুদ

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

বানান : মুহাম্মদ ইবরাহিম
প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
স্বত্ব : সংরক্ষিত

মূল্য : ১৪০ (একশ চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ—
কবি ও কথাসাহিত্যিক
সায়ীদ উসমান
হাতে ধরে যিনি শিখিয়েছেন লিখতে আমায়।
যিনি আমার ভাই, বন্ধু এবং গুরু।

সূচিপত্র

সুরভিত সেই ফুল : ০৯
মধুমাখা নাম যে তাহার : ১৩
আলোয় ভরা জীবন : ১৭
ইবাদতে মশগুল : ২২
জীবনের মায়া ভুলে : ২৫
অই মদিনার পথে : ৩০
ভালোবাসার ঘর : ৩৪
উহুদের বীর : ৩৮
এসো যুদ্ধ শেখাই : ৪২
আলী হায়দার! আলী হায়দার : ৪৭
গাহি সাম্যের গান : ৫২
আমাদের খলিফা : ৫৭
কষ্টের টাকায় শ্রেষ্ঠ বাজার : ৬১
খলিফা যখন গোয়েন্দা : ৬৫
মৃত্যুর ডাক আসে : ৬৯
আকাশে মেঘের ঘনঘটা : ৭৩
পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় : ৭৭

সুরভিত সেই ফুল

মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশ। আরবে অন্য সব বংশের মধ্যে কুরাইশের মর্যাদা একটু বেশিই। কুরাইশ বংশের লোকেরা শুধু যে শিক্ষা-দীক্ষা আর ব্যবসা-বাণিজ্যে সবার চাইতে এগিয়ে তা কিন্তু নয়; যুদ্ধের মাঠেও ছিল সে কী দারুণ প্রভাব তাদের! একেবারে ভয়-ডরহীনভাবে লড়াইয়ের জন্য ভীষণ খ্যাতি তাদের!

আবার এই কুরাইশ বংশের ছিল বেশ কিছু শাখা। বনু হাশেম এবং বনু উমাইয়া ছিল এর প্রধান দুটি শাখা। বনু হাশেম ও বনু উমাইয়া—কেউ যেন প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কারও থেকে কম না। কিন্তু তারপরও তো প্রতিযোগিতায় কেউ না কেউ এগিয়ে থাকে, তা-ই না? বনু উমাইয়ার লোকেরা যতই ভাব নিয়ে চলুক না কেন, বনু হাশেমের লোকেদের সাথে কখনোই পেরে উঠতো না তারা।

বনু হাশেমের লোকেদের ভীষণ ভালোবাসে সবাই। ভালোবাসবেই বা না কেন বলো, যেমন তাদের আচার-আচরণ, তেমনি প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে পাশে থাকে তারা। অবশ্য বনু হাশেমের লোকেদের ভালোবাসার আরও বড় একটা কারণ আছে। কী সেই কারণ জানো? বলছি শোনো, আমাদের পবিত্র যে কাবাঘর-বাইতুল্লাহ। এই কাবাঘরটি পুরো আরবের কাছেই ছিল সম্মানিত। আল্লাহর ঘর বলে সবাই ভীষণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো ঘরটির। তাই ভালোলোক-মন্দলোক, এ-গোত্র ও-গোত্র—সবাই চাইতো বাইতুল্লাহর যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যেন তাদের হাতেই থাকে। এ নিয়ে তলে-তলে তুমুল প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতো তারা। কিন্তু আল্লাহর কী অপার মহিমা দেখো, বনু হাশেমের কাঁধেই কিনা শেষ পর্যন্ত উঠলো গিয়ে সেই মহান দায়িত্ব। হজের মৌসুমে হাজিদের পানি পান করানো, আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, তারপর ধরো গিয়ে ক্লান্ত হাজিদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা- এই গৌরবের কাজগুলোর

দেখভালের গুরুদায়িত্বে ছিল এই বনু হাশেমের লোকেরাই। তাই সারা আরবের লোকেরা ভীষণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতো তাদের। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বনু হাশেমে জন্মগ্রহণ করেছেন। কী গৌরবের ব্যাপার তাই না?

যে গোত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন সে গোত্র আল্লাহর কাছে কত প্রিয় ভাবো তো!

তোমরা জানো নিশ্চয়, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই শিশুকালেই হারান প্রিয় মাকে। আর বাবা তো চলে গেছেন সেই জন্মের আগেই। বাবা-মা হারা শিশু মুহাম্মদকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন চাচা আবু তালিব। চাচা আবু তালিব আর চাচি ফাতেমা বিনতে আসাদের পরম আদর-যত্নেই বেড়ে উঠেছেন আমাদের প্রিয়তম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

শৈশব-কৈশোরের পুরোটা সময় কাটে এই চাচা-চাচির সংসারে। চাচা আবু তালিব তার সন্তানদের যতটা আদর করতেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক ততটাই ভালোবাসতেন। অর্থনৈতিকভাবে খুব একটা সচ্ছল না হলেও আল্লাহর ঘর দেখভালের মতো এত বড় একটা গৌরবের কাজে নিয়োজিত থাকতে পেরে বেশ খুশিতেই কেটে যাচ্ছিল আবু তালিবের দিনকাল। আহা, তিনি কি জানতেন তার এই খুশি অচিরেই আরও বহুগুণ হয়ে ধরা দেবে জীবনে? খুব শীঘ্রই তার সাজানো বাগানে ফুটবে ফুল-রজনীগন্ধা! তার স্বপ্নের আকাশে উঠবে চাঁদ-আলোর ফোয়ারা।

তিনি কি জানতেন, কী এক মহাসুসংবাদ অপেক্ষা করছে তার জন্য?

ক্যালেন্ডারের পাতায় তখন ৬০১ খ্রিষ্টাব্দ। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো মক্কার সেই একজন সাধারণ যুবক। সবার প্রিয় আল-আমিন। নবুওয়াতের মর্যাদায় আসীন হবেন গুনে গুনে আরও দশটি বছর পর। ঠিক এমনি এক সময়ে, এক শুভ শুক্রবারে চাঞ্চল্য দেখা দেয় নবীজির চাচা আবু তালিবের ঘরে। নবীজির

চাচি ফাতেমা বিনতে আসাদের কোল আলোকিত করে জন্ম নেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা আমাদের প্রিয় আলী। লোকমুখে কথিত আছে, যদিও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়, যখন প্রচণ্ড প্রসববেদনায় কাতরাচ্ছিলেন আবু তালিবের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আসাদ। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন বাইতুল্লাহর সামনে। ইচ্ছে, পবিত্র ঘরের মালিকের কাছে নিজের অনাগত সন্তানের জন্য দোয়া করবেন। প্রসবকালীন কষ্ট লাঘবের জন্য কান্নাকাটি করবেন খুব করে। জানোই তো, আরবের লোকেরা নানারকম দেবদেবীর পূজা করতো, মানত করতো লাত-উজ্জার নামে। কিন্তু আমাদের নবীজির পরিবার, বিশেষ করে বনু হাশেমের লোকেরা ছিল একেবারেই ভিন্ন। অন্যদের মতো পাথরের পূজা করতো না তারা। মাথা নোয়াতো না কোনো মূর্তির পায়ে। এক ইলাহর বিশ্বাসে আলোকিত ছিল হৃদয় তাদের। আল্লাহর নবী হজরত ইবরাহিম আ.-এর ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন তারা। অন্যদের মতো গাছের পূজা, মাছের পূজা করেন না। সুযোগ পেলেই করেন কী জানো, ছুটে যান আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরিফে। যা কিছু মনের বাসনা খুলে বলেন রবের নিকটে। প্রতিবারের মতো এবারও তাই প্রসববেদনা থেকে মুক্তিলাভের আশায় আবু তালিবের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আসাদ ছুটে গেলেন বাইতুল্লাহয়। বাইতুল্লাহর বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে খুব করে দোয়া করলেন। বললেন, হে মহান প্রভু, মালিক আমার, আপনিই তো আমার সব, আপনার ইচ্ছাতেই তো সব হয়। দয়া করে আপনি আমার প্রসববেদনা কমিয়ে দিন!

আল্লাহর কী কুদরত দেখো, দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই কাবার প্রাচীর খুলে গেল। আর অদৃশ্য এক শক্তির বলে আবু তালিবের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আসাদ ঢুকে পড়লেন কাবার একেবারে ভেতরে। সেখানেই কিনা জন্ম নিলেন নবীজির চাচা আবু তালিবের ছোট ছেলে। জন্ম নিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা মহাবীর হজরত আলী। ইতিহাসে গৌরব ছড়ায়—হজরত আলীই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা জন্মগ্রহণ করেছেন কাবার ভেতর। না-না-না-আর কেউ না। একমাত্র আমাদের

প্রিয় আলীই কাবা শরিফের ভেতর জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কী গৌরবের কথা তাই না? সূর্য ডুবে গেলে, সব কোলাহল থেমে গেলে, ঝিরিঝিরি মৃদু হাওয়ায় হাসনাহেনা যেমন পথিকের প্রাণ জুড়ায়, তেমনি বাবা আবু তালিব আর মা ফাতেমা বিনতে আসাদের সংসারে গন্ধরাজ হয়ে আগমন করলেন ছোট্ট শিশু আলী, যার সুবাসে সুবাসিত আরব জাহান, সারা পৃথিবী।

মধুমাখা নাম যে তাহার

ফাতেমা বিনতে আসাদের কোল আলোকিত করে জন্ম নিলেন আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত আলী। চার ভাইয়ের মধ্যে আলী রা. ছিলেন সবার ছোট। আছেন দু'বোনও। কিন্তু অন্য আর সন্তানদের জন্মে যত না খুশি হয়েছেন বাবা আবু তালিব আর মা ফাতেমা বিনতে আসাদ আমাদের প্রিয় আলীর জন্মে খুশি হয়েছেন তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। ফাতেমার খুশি আর ধরে না। আহা, মায়ের মন বলে কথা! সারাক্ষণ ছেলেকে কোলে কোলে রাখেন। গাল ছুঁয়ে দেন আলতো করে। চুমু খান বারে বারে। আর করেন কি, ফিসফিসিয়ে কথা বলেন ছেলের সাথে। কত কথা যে বলেন! এত কথা কোথায় পান মা ফাতেমা বিনতে আসাদ?

ফাতেমা আদরের টুকরো ছেলেকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ভাবেন। কী ভাবেন? ভাবেন ছেলের নাম নিয়ে। কী নাম রাখা যায়! কোন নামে ডাকা যায় আদরের ধনকে! চাঁদের মতো মুখখানা যার, তাকে তো চাঁদমণি বলেই ডাকা যায়! তবে কি ছেলের নাম চাঁদমণিই রাখবেন? নাহ, চাঁদমণি খুব সুন্দর নাম না।

তবে কী নামে ডাকা যায়?

সে এক ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলেন মা ফাতেমা।

ফাতেমার বাবা। মানে আমাদের প্রিয় আলীর নানা আর কি। আসাদ ইবনে হিশাম। ফাতেমার মনে ভেসে ওঠে বাবা আসাদ ইবনে হিশামের মুখ। বাবাকে ভীষণ ভালোবাসেন ফাতেমা। বাবা তো বাবাই। বাবার মতো কেউ কি হতে পারে বলো? বাবার মতো কেউ ভালোবাসে না ফাতেমাকে। ছেলে আলীর নাম খুঁজতে গিয়ে বাবাকে আজ ভীষণ মনে পড়ছে ফাতেমার। আচ্ছা, বাবা আসাদের নামে নাম রাখলে কেমন হয়? আসাদ- কী সুন্দর এক নাম! তা ছাড়া নামের অর্থটাও তো দেখতে হবে। আসাদ! আসাদ মানে কী জানো? আসাদ মানে হচ্ছে সিংহ। সিংহের মতো সাহসে যাদের হৃদয় ভরা থাকে তাদেরকেই মানুষ আসাদ বলে ডাকে। ফাতেমার

মনে পড়ে, বাবা আসাদ ইবনে হিশামের সিংহের মতোই সাহস-ভরা একটা হৃদয় ছিল। হ্যাঁ, আদরের ধন, বুকের মানিকের নাম তিনি বাবা আসাদের নামেই নাম রাখবেন। আসাদ- আমাদের প্রিয় আলীর নাম মা ফাতেমা আসাদ বলেই ঠিক করলেন।

আদরের ধন। বুকের মানিক। প্রাণপ্রিয় সন্তান আলীকে নিয়ে মা এই ঘরে যান। ওই ঘরে যান। খুশি যেন ধরে না আর! কিন্তু ফাতেমার সেই খুশিতে বাধ সাধেন স্বামী আবু তালিব। তিনি ঘরে ঢুকে ছেলেকে কোলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করেন—ফাতেমা, তা কী নাম ঠিক করলে ছেলের? আমাদের এই সোনার টুকরোর সুন্দর একটা নাম চাই কিন্তু!

'আসাদ, আমি আমাদের এই জাদুমণিকে আসাদ বলেই ডাকবো।' ছেলের নাকে নাক ঘষতে ঘষতে জানায় ফাতেমা।

'খুব সুন্দর নামই তো ঠিক করেছো, আব্বাজানের নামে নাম। আচ্ছা, 'আলী' নামটা কেমন লাগে তোমার কাছে? আমি ভেবেছিলাম আলী বলে ডাকবো ওকে।' এক হাতে ফাতেমার কপাল বেয়ে নেমে আসা চুল ঠিক করতে করতে জানায় আবু তালিব।

আবু তালিবের কোনো কথাই কখনো ফেলেননি ফাতেমা। বলেন, 'হু, সুন্দর তো নামটা! আমিও তাহলে আলী নামেই ডাকবো। সেই থেকে আমাদের প্রিয় আলীকে সবাই আলী বলে ডাকেন।

আমাদের প্রিয় আলীকে আরও কয়েকটি নামে ডাকা হতো। সেগুলোকে নাকি বলা হয় উপনাম। এর মধ্যে একটা হচ্ছে হায়দার। হায়দার অর্থ সিংহ। খায়বার যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্য প্রিয়নবী সা. হজরত আলীকে দিয়েছিলেন এই সম্মানজনক উপাধি। হায়দার ছাড়াও আমাদের প্রিয় আলীকে আল্লাহর নবী আরও একটি সুন্দর নাম দিয়েছিলেন। এই সুন্দর নাম দেওয়ার পেছনে একটা গল্প আছে।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে নবীজি সা. মদিনা থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে খায়বার ভূমিতে ইহুদিদের আস্তানায় অভিযান চালান। খায়বারে ইহুদিদের খুব শক্ত ঘাঁটি ছিল। সেখান থেকে শয়তানগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত করতো। আরবের সাধারণ মানুষদের উসকে দিত

মুসলমানদের বিরুদ্ধে। বার বার সতর্ক করার পরেও যখন তাদের চক্রান্ত বন্ধ হলো না, তখন বাধ্য হয়েই আমাদের প্রিয় নবীজি খায়বারে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের খবর পেয়ে ইহুদিরা তো ভয়েই শেষ। কী থেকে কী করবে কিছুই বুঝতে পারে না তারা। জীবনের মায়ায় অনেকেই তখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কয়েকটা শয়তান মিলে করে কী, ভারী অস্ত্র আর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে দুর্গের ভেতর থেকে আক্রমণ করে বসে মুসলমানদের উপর। দুর্গের শক্ত প্রাচীর ভেদ করে শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করা ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অনেকেই চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। অবশেষে আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত আলীকে দায়িত্ব দিলেন নবীজি। আলী রা. নবীজির অনুমতি পেয়েই নেমে গেলেন লড়াইয়ে। এবং কী আশ্চর্যের কাণ্ড দেখো, আমাদের প্রিয় আলী রা. একাই শয়তানদের বড় বড় পালোয়ানদের হারিয়ে দিলেন। জয় ছিনিয়ে আনলেন খায়বারের মাঠে। সেই থেকে নবীজি সা. আমাদের প্রিয় আলী রা.-কে আসাদুল্লাহ বলে ডাকেন; এবং অন্যরাও ডাকেন এই নাম ধরে- আসাদুল্লাহ- আল্লাহর সিংহ।

এ ছাড়াও লোকেরা আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত আলীকে বড় ছেলে হাসানের নামে আবুল হাসান বলেও ডাকতো। কখনো কখনো মুরতাজা বলেও ডাকতো লোকেরা।

নবীজি সা. আমাদের প্রিয় আলীকে আরও একটি সুন্দর নাম ধরে ডাকতেন। জানো সেই সুন্দর নামটি কী? বলছি শোনো, নবীজি সা. হজরত আলী রা.-কে 'আবু তুরাব' বলেও ডাকতেন। 'আবু তুরাব' অর্থ হচ্ছে মাটির পিতা। ভাবছো, এ আবার কেমন নাম? খুব অদ্ভুত শোনায় তাই না? অথচ আলী রা. কিন্তু খুব খুশি হতেন এই নাম ধরে ডাকলে। জানোই তো, নবীজির জামাতা ছিলেন হজরত আলী। নবীজি সা.-এর আদরের দুলালি হজরত ফাতেমার স্বামী। স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনকে খুব ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে খুনসুটিও হতো দুজনের মাঝে। একবার কোনো কারণে মনোমালিন্য হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। রাগ করে আলী রা. করলেন কী- চলে গেলেন মসজিদে। সেই যে গেলেন ফিরলেন না আর

রাতেও। তারপর যখন সকাল হলো, রাসুলুল্লাহ সা. কী এক দরকারে যেন গেলেন মেয়ে ফাতেমার বাড়িতে। বললেন, মা গো, আমার আলীকে যে দেখছি না, সেই কখন থেকে খুঁজছি, একটু ডেকে দাও তো!

ফাতেমা ঠিক কী জবাব দেবেন ভেবে পান না! যদি ঝগড়ার কথা শুনে বাবা রাগ করেন। কারণ তিনি তো ভালো করেই জানেন আলীকে কতটা ভালোবাসেন রাসুলুল্লাহ। তারপর করেন কি, আমতা আমতা করে বলেন, আব্বাজান, আপনার জামাইয়ের সাথে কাল আমার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তারপর সেই যে রাগ করে ঘর ছেড়েছেন আর ফেরেননি।

রাসুলুল্লাহ সা. সামান্য মুচকি হাসলেন। তারপর আর দেরি করলেন না। বেরিয়ে পড়লেন আমাদের প্রিয় আলীর খোঁজে। এদিক-ওদিক খুঁজে সময় নষ্ট করলেন না। প্রথমেই করলেন কি, অন্য আর সাহাবি ছিলেন যারা, তাদের কাছে জানতে চাইলেন আলীকে কেউ কোথাও দেখেছে কিনা? একজন বললেন, আল্লাহর রাসুল, আলীকে তো দেখলাম ঘুমিয়ে আছে মসজিদে।

নবীজি আর দেরি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন মসজিদে। গিয়ে দেখেন কি, আমাদের প্রিয় আলী রা. ঘুমে বিভোর। যে ছোট্ট একটা চাদর বিছিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন তার একপাশ সরে গিয়ে বেশ মাটি লেগে আছে শরীরে। এই দেখে নবীজি সা. মুচকি হেসে জাগিয়ে তুললেন জামাতা আলীকে। বললেন, এই যে আবু তুরাব, ওঠো! আহা, দেখেছো কী কাণ্ড! ওঠো! ওঠো!

সেই থেকে আমাদের প্রিয় আলী রা.-কে আবু তুরাবও বলা হতো। নবীজির মুখে আবু তুরার শুনতে ভীষণ ভালো লাগতো হজরত আলীর। নবীজির বরকতময় মুখে উচ্চারিত যে নাম তা শুনতে কার না ভালো লাগে বলো?